বিল নং ...., ২০২২

ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৮ নং আইন) এর কতিপয় সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ব্যাংক আমানত বীমা (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।-** ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৮ নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এ উল্লিখিত "ব্যাংক আমানত বীমা" শব্দগুলির পরিবর্তে "আমানত সুরক্ষা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।–** উক্ত আইনের ধারা ২ এর-

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক এর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(কক) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(গ) দফা (চ) তে উল্লিখিত "ব্যাংক" শব্দের পর "বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (জ) তে উল্লিখিত "আমানত বীমা" শব্দগুলির পর "এবং আমানত সুরক্ষাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঝ) "বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের অধীন বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান।"।

৪। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "বীমা" শব্দের পরিবর্তে "সুরক্ষা" শব্দ এবং উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি তহবিল সংরক্ষণ করিবে এবং এই তহবিলের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

Md. Makhfar Uddin Khokon
Senior Assistant Secretary
Financial Institutions Division
Ministry of Finance
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(গ) ধারা ৭ এর অধীন অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) তহবিলের অর্থ ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীর পাওনা পরিশোধ এবং উক্ত তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।"।

৫। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৪। **বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।**— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বিদ্যমান প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত তারিখ হইতে তহবিলের সহিত বীমাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তহবিলের সহিত বীমাকৃত হইবে।"।

৬। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৫। **বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম।**— (১) প্রত্যেক বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার আমানতের বীমাযোগ্য আমানতের উপর প্রত্যেক বৎসর সেইরূপ হারে তহবিলে প্রিমিয়াম প্রদান করিবে যেইরূপ হার বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রিমিয়ামের হার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার ব্যয় খাত হইতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কোনো বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিকট রক্ষিত উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব হইতে সমপরিমাণ অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ কর্তন করিয়া উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমাদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৭। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৬। **প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।**- (১) কোনো বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিকট রক্ষিত উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব হইতে সমপরিমাণ অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ কর্তন করিয়া উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমাদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বিত সময়ের জন্য নির্ধারিত প্রিমিয়ামের উপর ব্যাংক রেট অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দন্ড সুদ আরোপ করিবে।

(২) কোনো বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর পর ২ (দুই) বার প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়ের জন্য, আমানত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

Md. Makhfar Uddin Khokon
Senior Assistant Secretary
Financial Institutions Division
Ministry of Finance
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে, ট্রাস্টি বোর্ড, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবসায়ন করিবার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করিবে।"।

৮। **২০০০ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭। **তহবিলের দায়।**— (১) কোনো বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের আদেশ প্রদান করা হইলে, অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক আমানতকারীকে তৎকর্তৃক আমানতকৃত অর্থের সমপরিমাণ অথবা ২ (দুই) লক্ষ টাকা, যাহা নিম্নতর হয়, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্ধারিত অর্থ আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

(২) অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো আমানতকারীর একাধিক হিসাব থাকিলে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদের বিপরীতে অবসায়ক কর্তৃক কোনো আমানতকারীকে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইলে, তাহা প্রদত্ত অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্য না হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসায়ক, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার কার্যভার গ্রহণের পর অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আমানতকারীর আমানতের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আমানতকারীদের তালিকা প্রাপ্তির পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন আমানতকারীদের প্রাপ্য অর্থ তহবিল হইতে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ পরিশোধিতব্য অর্থের চাইতে কম হইলে সরকার ঘাটতি অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ব্যাংক রেটে ধার করিয়া তহবিলে প্রদান করিবে।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, আমানতকারীর আমানতের পরিমাণ নির্ধারণকালে আইনগতভাবে আমানতকারীর নিকট বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো পাওনা থাকিলে উহা সমন্বয়পূর্বক আমানতকারীর পাওনা নির্ধারণ করিতে হইবে।"।

Md. Makhfar Uddin Khokon
Senior Assistant Secretary
Financial Institutions Division
Ministry of Finance
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

এই বিলের উদ্দেশ্য হইল ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানতকারীদের অধিকতর সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০' (২০০০ সনের ১৮ নং আইন)-এ কতিপয় সংশোধন করা।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী